গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি মাধ্যমিক-৩
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.shed.gov.bd

নথি নং- ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৯.০০৪.২০২২.১২৯

তারিখ : ২৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
০৬ জুন, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয় : বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২১ এর ২০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত, বাতিল ও ছাড়করণ সংক্রান্ত গঠিত পুনর্বিবেচনা কমিটির ০৯.০৫.২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২১ এর ২০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ০৯.০৫.২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় নিম্নেবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

<table>
<tr><th>ক্র: নং</th><th>বিবরণ ও পর্যালোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th></tr>
<tr><td>০১.</td><td>বিষয়: ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলাধীন অধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম মহাবিদ্যালয়ের স্নাতক (পাস) স্তর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অধিভুক্ত কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে এমপিওভুক্ত এ ক্ষেত্রে উক্ত কলেজে অধ্যক্ষ নিয়োগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রেরিত পত্র সংক্রান্ত।
ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলাধীন অধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় এমপিওভুক্ত কলেজে অধ্যক্ষ নিয়োগে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা বিষয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের কলেজের অভিজ্ঞতার শর্ত অনুযায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত পদে ট্রান্সফার এমপিওভুক্তির অনুমতি প্রদানের জন্য আবেদন করেছেন। উক্ত কলেজটি ২০২০ সালের ১৯ এপ্রিল উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের এমপিওভুক্ত হয়। ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষ হতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর থেকে অধিভুক্তি লাভ করে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি এখনও ডিগ্রী পর্যায়ে এমপিওভুক্ত নয়। বর্তমানে কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে ক্ষতিগ্রস্থ প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের অভিজ্ঞতার শর্তে ২৯.০৩.২০২২ তারিখে নিয়োগ নির্বাচনী বোর্ডের সুপারিশের আলোকে গভর্নিংবডি ০৩.০৪.২০২২ তারিখের সভায় সিদ্ধান্ত মোতাবেক সুপারিশ অনুমোদন সাপেক্ষে এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পুর্বানুমতিক্রমে অধ্যক্ষ পদে জনাব এ কে এম শাহাবুদ্দিন কে নিয়োগ প্রদান করা হয়। যেহেতু কলেজটি ডিগ্রী পর্যায়ে এমপিওভুক্ত নয় তাই উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের কলেজের অভিজ্ঞতার শর্ত অনুযায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত পদে ট্রান্সফার এমপিওভুক্তির অনুমতি প্রদানের জন্য আবেদন করেছেন।
বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২১ অনুযায়ী উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ ও স্নাতক(পাস) কলেজের অধ্যক্ষ নিয়োগের যোগ্যতা অভিজ্ঞতা নিম্নরূপ :

(ক) উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ:
<table>
<tr><th>ক্র: নং</th><th>পদের নাম</th><th>নিয়োগের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা</th><th>অভিজ্ঞতা</th><th>বেতন স্কেল ও গ্রেড</th></tr>
<tr><td></td><td>অধ্যক্ষ
(উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ)</td><td>স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি /সমমান ডিগ্রি
অথবা
স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ০৪ (চার) বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি/ সমমান।
অথবা
বিএড ডিগ্রি/সমমান সহ স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি /সমমান।
সমগ্র শিক্ষাজীবনে ০১ (এক) টির বেশি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি/সমমান</td><td>উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ/উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের অধ্যক্ষ/ডিগ্রি কলেজের উপাধ্যক্ষ পদে এম.পি.ও.ভুক্ত হিসেবে কর্মরত
অথবা
এম.পি.ও.ভুক্ত হিসেবে জ্যেষ্ঠ প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপক পদে ন্যূনতম ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতাসহ মোট ১২ (বার) বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।</td><td>গ্রেড-৫ স্কেল:</td></tr>
</table>
</td><td>ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলাধীন অধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম মহাবিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ পদে নিয়োগপ্রাপ্ত জনাব এ কে এম শাহাবুদ্দিন স্নাতক (পাস) স্তরে অধ্যক্ষের নিয়োগের অভিজ্ঞতা না থাকায় এমপিও ভুক্তির সুযোগ নেই মর্মে পর্যালোচনান্তে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</td></tr>
</table>

		গ্রহণযোগ্য হবে না।	

(খ) স্নাতক কলেজ:

ক্র: নং	পদের নাম	নিয়োগের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
	অধ্যক্ষ স্নাতক (পাস) মহাবিদ্যালয়ের জন্য	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি /সমমান অথবা স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ০৪ (চার) বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি /সমমান। সমগ্র শিক্ষাজীবনে ০১ (এক) টির বেশি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি/সমমান গ্রহণযোগ্য হবে না।	ডিগ্রি কলেজের এম.পি.ও.ভুক্ত অধ্যক্ষ অথবা এম.পি.ও.ভুক্ত হিসেবে ডিগ্রি কলেজের উপাধ্যক্ষ/উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের অধ্যক্ষ পদে ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতাসহ মোট ১৫ (পনের) বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা অথবা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ পদে ৫ম গ্রেডে ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতাসহ মোট ১৫ (পনের) বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

উক্ত বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭০.১২.০০১.২০.১৫২; তারিখ: ০৪.১১.২০২০ তারিখের পত্রে ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন ইলিশা ইসলামিয়া মডেল কলেজের অধ্যক্ষ নিয়োগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন। পত্রে উল্লেখ রয়েছে যে, অধ্যক্ষ নিয়োগের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০৩০.০০১.২০১৭.৫৯ সংখ্যক পরিপত্রের খন্ড খ(২) এর অধ্যক্ষ (উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ) অনুযায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্বপালনে বিধি বিধানগত কোন বাধা নেই। তবে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে এমপিওভুক্ত কিন্তু ডিগ্রী পর্যায়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অধিভুক্ত কলেজটিতে স্নাতক (পাস) পর্যায়ে অভিজ্ঞতার শর্ত পূরণ না হওয়া পর্যন্ত বিধি মোতাবেক তিনি তার জন্য নির্ধারিত বেতন স্কেলে বেতন প্রাপ্য হবেন।

ডিগ্রী (পাস) পর্যায়ের অধিভুক্ত এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের এমপিওভুক্ত কলেজের অধ্যক্ষ নিয়োগ শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার বিষয়ে সেপ্টেম্বর/২০২২ মাসের এমপিও সভার সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ :

"স্নাতক (পাস) স্তর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অধিভুক্ত কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে এমপিওভুক্ত কলেজে অধ্যক্ষ নিয়োগের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা প্রাপ্তির পর সে অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়"।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর অধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম মহাবিদ্যালয়ে স্নাতক (পাস) স্তর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অধিভুক্ত কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে এমপিওভুক্ত এমন কলেজে অধ্যক্ষ নিয়োগের বিষয়ে নির্দেশনার জন্য এ বিভাগে প্রেরণ করেছে।

পর্যালোচনা: আবেদনকারীর বক্তব্য/শুনানী গ্রহণ করা হয়। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়।

০২.	বিষয়: নেত্রকোনা সদর উপজেলাধীন লক্ষ্মীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক রোকসানা আক্তারের এমপিওভুক্তির জন্য আবেদন সংক্রান্ত। জনাব রোকসানা আক্তার, সহকারী শিক্ষক গত ২৫-০৮-২০০৩ তারিখে বিষয়োক্ত বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন এবং ০১-০১-২০১১ইং তারিখে ১ম এমপিও ভুক্ত হন। বিগত ১৮-১১-২০১৮ তারিখে তিনি উক্ত বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে ০১-১২-২০১৮ইং তারিখে সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে কাগজপত্র এমপিও ভুক্তির জন্য প্রেরণ করা হলেও ১ম এমপিও ভুক্তির পর থেকে তার চাকুরীকাল ১০ বছর পূর্ন না হওয়ায় তাকে এমপিওভুক্ত করা হয় নাই। তিনি সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেও উক্ত পদের কোন বেতন গ্রহণ না করে পূর্বতন এমপিও ভুক্ত সহকারী শিক্ষকের বেতন গ্রহণ করছেন। উল্লেখ্য, সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসাবে এমপিও ভুক্তির জন্য ১ম এমপিও থেকে ১০ বছর চাকুরীকাল পূর্ন হওয়ার শর্তের বিষয়টি	নেত্রকোনা সদর উপজেলাধীন লক্ষ্মীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক রোকসানা আক্তারের নিয়োগকালীন অভিজ্ঞতা না থাকায় তাকে সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে এমপিওভুক্তির সুযোগ নেই মর্মে

	নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ ছিল না এবং নিয়োগ কর্তৃপক্ষ উক্ত বিষয়ে তাকে অবহিত করেন নাই। তিনি শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা ১ম যোগদানের তারিখ ২৫-০৮-২০০৩ ইং সাল হতে প্রায় ১৮ বছর এবং ১ম এমপিও হতে অদ্যবধি তার চাকুরীকাল প্রায় ১২ বছর। তার চাকুরীকাল ১০ বছর পূর্ন হওয়ায় সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসাবে এমপিও ভুক্তির শর্ত পূরণ হওয়ার প্রেক্ষিতে উক্ত বিষয়ে মহাপরিচালকের বরাবরে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করা হলেও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ৩৭.০২.০০০০.১০৭.৩১. ৪৫৯.২২.১২৬ সংখ্যক স্মারকে গত ১০/০১/২০২৩ তারিখের পত্রে তার নিয়োগকালীন কাম্য অভিজ্ঞতা না থাকায় তাকে এমপিওভুক্তির সুযোগ নেই মর্মে পত্র প্রেরণ করা হয়। সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসাবে এমপিও ভুক্তির জন্য ১ম এমপিও হতে তার চাকুরীকাল ১০ বছর পূর্ণ হওয়ায় তাকে সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসাবে মানবিক কারণে বিশেষ বিবেচনায় এমপিওভুক্তির জন্য আবেদন করেছেন। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামোও এমপিও নীতিমালা-২০২১ এর ১৩ অনুচ্ছেদ এ উল্লেখ আছে যে, "জ্যেষ্ঠতা ও অভিজ্ঞতা নির্ধারণ: শিক্ষক-কর্মচারীদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা ও অভিজ্ঞতা তাঁদের সংশ্লিষ্ট পদে প্রথম এমপিওভুক্তির তারিখ থেকে গণনা করা হবে। এম.পি.ও.ভুক্তি একই তারিখে হলে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ঐ প্রতিষ্ঠানের যোগদানের তারিখ বিবেচনা করা হবে। তবে কোনো শিক্ষকের নিয়োগ নিয়মিতকরণ করা হলে নিয়মিতকরণের তারিখ যোগদানের তারিখ হিসেবে গণ্য হবে। যোগদানের তারিখ একই হলে জন্মতারিখের ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ হবে। জন্মতারিখ একই হলে একাডেমিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা হবে। এ ক্ষেত্রে একাডেমিক পরীক্ষার ফলাফল বলতে এস.এস.সি./সমমান এবং তদুর্দ্ধ পাবলিক পরীক্ষাসমূহের ফলাফল বুঝাবে"। পর্যালোচনা: আবেদনকারীর বক্তব্য/শুনানী গ্রহণ করা হয়। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়।	পর্যালোচনান্তে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
০৩.	বিষয়: চট্টগ্রাম জেলার রাংগুনিয়া উপজেলার রাংগুনিয়া হাসিনা জামাল ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি) জনাব মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন এর এমপিওভুক্তির আবেদন সংক্রান্ত। রাংগুনীয়া হাসিনা জামাল ডিগ্রী কলেজ, রাংগুনীয়া, চট্টগ্রাম এর ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ের ডিগ্রী পর্যায়ের প্রভাষক পদে বিগত ২৫ জানুয়ারি ২০১১ তারিখে শূন্য পদে যথাযথ নিয়মে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। উক্ত পদে একজন প্রভাষক ছিলেন এবং তিনি এমপিওভুক্ত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুজনিত কারণে পদটি শূন্য হয় এবং এই শূন্য পদে তিনি নিয়োগ প্রাপ্ত হন। **এই বিষয়ে মাননীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, এমপি মহোদয় ডিও প্রেরণ করেন।** এরই পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব স্বাক্ষরিত একখানা পত্র প্রেরণ করেন মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন বরাবর পত্র প্রেরণ করে। **তৎপ্রেক্ষিতে, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর গত ১০/০১/২০২৩ তারিখে নং ০৭/জি-৩৩৩(ক-৩)/০৬/৪৭৯৯/৪ সংখ্যক স্মারকপত্রে ২০১০ সাল ও ২০১৮ সালের জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা অনুসারে এমপিও প্রদানের সুযোগ নেই মর্মে জানায়।** ২০১০ সালের জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালায় ডিগ্রী পর্যায়ে শূন্য পদে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ২৫.০১.২০১১ তারিখে যথাযথভাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি এমপিওভুক্তির জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। **বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামোও এমপিও নীতিমালা-২০১৮ এর ৯.২ অনুচ্ছেদ এ উল্লেখ আছে যে,** "এ জনবলকাঠামো অনুযায়ী শিক্ষক-কর্মচারীর প্রাপ্যতা নির্ধারণের পর কোনো প্রতিষ্ঠানে বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা যদি প্রাপ্যতার অতিরিক্ত হয় তবে অতিরিক্ত পদসমূহ উদ্বৃত্ত পদ বলে বিবেচিত হবে। এরূপ উদ্বৃত্ত পদে বিধিমোতাবেক নিয়োগপ্রাপ্ত এমপিওভুক্ত অতিরিক্ত জনবল থাকলে তাঁরা বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ পেতে থাকবেন। এ সকল পদ শূন্য হলে উক্ত পদে নতুনভাবে আর কাউকে নিয়োগ দেয়া যাবে না। তবে প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সহপ্রধানব্যতীত প্যাটার্নভুক্ত অন্য কোন পদ কোনো কারণে শূন্য হলে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে এমপিওভুক্ত উদ্বৃত্ত পদ হতে শূন্য পদে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে শিক্ষক/কর্মচারী সমন্বয় করতে হবে"।	চট্টগ্রাম জেলার রাংগুনিয়া উপজেলার রাংগুনিয়া হাসিনা জামাল ডিগ্রী কলেজের ডিগ্রী স্তর এমপিওভুক্ত নয়। উক্ত কলেজে ২৫.০১.২০১১ তারিখে প্রভাষক (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি) হিসেবে ডিগ্রী স্তরে নিয়োগপ্রাপ্ত জনাব মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন এর জনবল কাঠামো এমপিও নীতিমালা ২০১৮ এর ৯.২ অনুচ্ছেদে অনুযায়ী এমপিও ভুক্তির সুযোগ নেই মর্মে পর্যালোচনান্তে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	পর্যালোচনা: আবেদনকারীর বক্তব্য/শুনানী গ্রহণ করা হয়। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, চট্রগ্রাম জেলার রাংগুনিয়া উপজেলার রাংগুনিয়া হাসিনা জামাল ডিগ্রী কলেজ এর ডিগ্রী পর্যায় এমপিওভুক্ত নয়। এ ছাড়া ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে প্যাটার্ন অতিরিক্ত/উদ্বৃত্ত এমপিওভুক্ত শিক্ষক জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী মৃত্যুবরণ করায় উক্ত পদে নতুনভাবে কাউকে নিয়োগ প্রদানের অথবা এমপিওভুক্তির সুযোগ নেই।	
০৪.	বিষয়: পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলাধীন ইদ্রিস মোল্লা ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক (বাংলা) জনাব নিহার বিন্দু বিশ্বাস এর বরখাস্তকালীন সময়ের বকেয়া বেতন ভাতা প্রদানের আবেদন সংক্রান্ত। জনাব নিহার বিন্দু বিশ্বাস ০১.০৬.২০০১ তারিখে প্রভাষক (বাংলা) হিসেবে ইদ্রিস মোল্লা ডিগ্রী কলেজ, বাউফল, পটুয়াখালী তে যোগদান করে ঐ তারিখ থেকে এমপিওভুক্ত হয়। তিনি ২০০১ তারিখ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত নিয়মিত শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে চাকুরীতে ৭ বছর উত্তীর্ণ হওয়ায় শিক্ষা ছুটির নিয়ম অনুসারে ২০০৮-২০০৯ শিক্ষা বছরে এমফিল/পিএইচডি করার লক্ষ্যে অধ্যক্ষ এবং সভাপতি/কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে শিক্ষা ছুটি নিয়ে ভর্তি হই এবং অবমুক্তপত্র নিয়ে কর্মস্থল ত্যাগ করেন। কিন্তু ছুটি শেষ হওয়ার পূর্বেই জুন ২০০৯ তারিখ থেকে তার বেতন বন্ধ করা হয়। কী কারণে বেতন বন্ধ করা হয়েছে তা তিনি জানেন না। গভর্নিং বডি গত ২৬.০৯.২০১২ তারিখে চূড়ান্ত বরখাস্ত করেন। এর প্রেক্ষিতে তিনি মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং-১১২০৫/২০১৩ দায়ের করে। মহামান্য হাইকোর্ট ৩০.০৮.২০১৫ তারিখে কর্তৃপক্ষের আইন অনুযায়ী রায়ের আদেশের অনুলিপি প্রাপ্তির তারিখ থেকে দুই মাসের মধ্যে পিটিশনারকে সমস্ত বেনিফিটসহ স্বপদে চাকুরীতে পুনর্বহালের নির্দেশ দেন। আদেশটি নিম্নরূপ : According the rule is made absolute. The impugned letter bearing no. Imo Dco-09/2012(455) dated 27.09.2012 issued by the respondent no 8 termination the petitioner from post of Lecturer(Bengali) of Idris Mollah Degree College, Baufal, Patuakhali as evident from Annexure-k-3 to the wit petition and memo bearing no 07(Bo-357) Jatio Bi:PO:/1525 dated 24.09.2013 issued by respondent no.3 upon the dismissing the petititoner's appeal by affirming the termination of the petitioner from the post of Lecturer (Bengali) of Idris Mollah Degree College, Baufal, Patuakhali as evident from Annexure-L to the writ petition are declared to have been without lawful authority and of no legal effect. The respondents are directed to reinstate the petitioner in his service with all attendant benefit within 2 (two) months from the date of receipt of a copy of the judgment and order in accordance with law. উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মহামান্য সুপ্রীমকোর্টের আপিল বিভাগে ১৭২৮/২০১৬নং মামলা দায়ের করেন। পরবর্তীতে মহামান্য সুপ্রীমকোর্ট উক্ত মামলায় ০৭.১২.২০১৭ তারিখে নিম্নরূপ আদেশ প্রদান করেন। Order: Heard the learned Advocate for the petitioner and the learned Counsel for the respondent and perused the impugned judgment and order of the High Court Division and the materials on record. Considering the facts and circumstance of the case, we find no legal infirmity in the impugned order factually and legally calling for interference by this court. According, we find no merit in this petition and the same is dismisses. উক্ত আদেশের প্রেক্ষিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ১৩.০৯.২০১৯ তারিখের ৭জি/৬৯৭(ক-৩)/২০০৬(অংশ-১)/৩৯৩৩/৫ যোগদানের জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করার জন্য পত্র প্রেরণ করেন এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মারক নং-০১(ব-৩৫৭) জাতী:বি:/কোড/২৬৩৯৮ তারিখ: ০৪.০৫.২০১৬ পত্রে বকেয়া বেতন ভাতাসহ যোগদান করানোর জন্য অধ্যক্ষকের নির্দেশ দেন। উক্ত পত্রের আলোকে ২৮.১০.২০১৯ তারিখে কলেজে যেগদান করে এবং ২৮.১০.২০১৯ তারখের যোগদান পত্র গৃহীত হয়। উল্লেখ্য ২০০১ সাল হইতে তার এমপিও চালু আছে। কিন্তু তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের ২৮.১০.২০১৯ তারিখে পুনযোগদানের পর হতে অক্টোবর/২০১৯ হতে নিয়মিত বেতন ভাতা উত্তোলন করে এবং ২৮ ডিসেম্বর ২০১৯ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বকেয়া বেতন ভাতা পাওয়ার জন্য মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর	পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলাধীন ইদ্রিস মোল্লা ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক (বাংলা) জনাব নিহার বিন্দু বিশ্বাসকে বরখাস্ত করা হলে তিনি রিট পিটিশন নং-১১২০৫/২০১৩ দায়ের করেন। উক্ত রিট পিটিশনের রায়ের আলোকে অধ্যক্ষ মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের ১৭২৮/২০১৬ দায়ের করেন এবং রায়ের আলোকে তাকে পুনর্বহাল করেন। জনাব নিহার বিন্দু বিশ্বাস এর বরখাস্তকালীন বকেয়া বেতন ভাতা প্রদানের বিষয়ে গভর্নিংবডিকে সর্বশেষ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর পত্র প্রেরণ করবেন মর্মে পর্যালোচনান্তে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বরাবর আবেদন করেন। পরবর্তীতে ০৩.০২.২০২১ ও ৩০.১১.২০২১ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শুনানীতে অংশ গ্রহণ করেন কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত তাকে অবহিত করা হয়নি। তিনি জুন/২০০৯ হতে সেপ্টেম্বর/২০১৯ পর্যন্ত বকেয়া বেতন ভাতা ২০,৭১,৭১৫/-(বিশ লক্ষ একাত্তর হাজার সাতশত পনেরো) টাকা পাওয়ার জন্য অত্র বিভাগে আবেদন করেন।

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামোও এমপিও নীতিমালা-২০২১ এর ১৮.৫ অনুচ্ছেদ এ উল্লেখ আছে যে, "প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারী ও ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিংবডি/এডহক কমিটির মধ্যকার অভ্যন্তরীণ বিরোধের কারণে বা তাদের মধ্যে সৃষ্ট মামলার কারণে বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ উত্তোলন সম্ভব না হলে পরবর্তীতে বকেয়া হিসেবে তা এম.পি.ও খাত থেকে উত্তোলন করা যাবে না। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এর আর্থিক দায়-দায়িত্ব বহন করবে"।

পর্যালোচনা: আবেদনকারীর বক্তব্য/শুনানী গ্রহণ করা হয়। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়।

০৫. বিষয়টি নীলফামারী/গাইবান্ধা জেলার বিভিন্ন উপজেলার ৪টি কলেজের ১০ জন প্রভাষকের এমপিও চালুকরণ।

(১) নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলার তিস্তা ডিগ্রী কলেজ (২) গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার উদয়ন মহিলা ডিগ্রী কলেজ (৩) ফুলছড়ি উপজেলার কঞ্চিপাড়া ডিগ্রী কলেজ ও (৪) হাজী ওসমান গণি ডিগ্রী কলেজের ১০ (দশ) জন শিক্ষকের স্থগিতকৃত এমপিও চালুকরার জন্য আবেদন করেন। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে সুস্পষ্ট মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরকে পত্র প্রেরণ করা হয়।

তৎপ্রেক্ষিতে নীলফামারী/গাইবান্ধা জেলার উপজেলার ৪টি কলেজের ১০ জন প্রভাষকের এমপিও চালুকরণের বিষয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করেছে। প্রতিবেদনের ১০ জন শিক্ষকের তথ্য নিম্নরুপ:

ক্র. নং	কলেজের নাম, EIIN ও এমপিও কোডসহ	ডিগ্রি (পাস) স্তরে এমপিও ভুক্তির তারিখ	তৃতীয় শিক্ষকের নাম ও পদবী	যোগদানের তারিখ	নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ	এমপিও ভুক্তির তারিখ/মাস	এমপিও বাতিলের তারিখ	মন্তব্য
১	তিস্তা ডিগ্রী কলেজ, ডিমলা, নীলফামারী, EIIN ১২৪৮২৬, এমপিও কোড: ৯০০১০৬৩১০১	১৯/০৪/২০২০	ভৃগুরাম চক্রবর্তী, প্রভাষক (বাংলা)	০১/১২/২০১৫	গভর্নিং বডি	০১/০৭/২০১৯ হতে বকেয়াসহ মে/২০২০	০৪/০৫/২০২১ (মে/২০২১)	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা ব্যতীত বিধি বহির্ভূত এমপিওভুক্ত হওয়ায় এমপিও বাতিল করা হয়েছে। তিস্তা ডিগ্রি কলেজ, ডিমলা, নীলফামারী এর ০৩ (তিন) শিক্ষক কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্টে দায়েরকৃত মামলা নং-৬৪০৪/২০২১ চলমান রয়েছে।
			আনোয়ারুল ইসলাম, প্রভাষক (ইতিহাস)	০১/১২/২০১৫	গভর্নিং বডি	০১/০৭/২০১৯ হতে বকেয়াসহ মে/২০২০	০৪/০৫/২০২১ (মে/২০২১)	
			জেসমিন আক্তার, প্রভাষক (ইস.ইতিহাস ও সংস্কৃতি)	০১/১২/২০১৫	গভর্নিং বডি	০১/০৭/২০১৯ হতে বকেয়াসহ মে/২০২০	০৪/০৫/২০২১ (মে/২০২১)	
২	হাজী ওসমান গণি ডিগ্রী কলেজ, সদর, গাইবান্ধা, EIIN-১২১১৮৬, এমপিও কোড	১৯/০৪/২০২০	মোছাঃ নুরজাহান বেগম, প্রভাষক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	১৯/০৫/২০০৩	গভর্নিং বডি	০১/৭/২০১৯ হতে বকেয়াসহ মে/২০২০	২৮/০২/২০২১ (মার্চ/২০২১)	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা ব্যতীত বিধি বহির্ভূত এমপিওভুক্ত হওয়ায় এমপিও বাতিল করা হয়েছে।
৩	উদয়ন মহিলা ডিগ্রী কলেজ, সাঘাটা, গাইবান্ধা, EIIN-১২১৬০৮, এমপিও কোড: ৮৭০৬০৬৩১০১	১৯/০৪/২০২০	মোঃ মিলন মিয়া, প্রভাষক (ইস.ইতিহাস ও সংস্কৃতি)	০৭/০৯/২০১৩	গভর্নিং বডি	০১/০৭/২০১৯	২৮/০২/২০২১ (মার্চ/২০২১)	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা ব্যতীত বিধি বহির্ভূত এমপিওভুক্ত হওয়ায় এমপিও বাতিল করা হয়েছে।
			মোঃ মামুনুর রশিদ, প্রভাষক (সমাজকর্ম)	৩০/০৬/২০১৫	গভর্নিং বডি	০১/০৭/২০১৯	২৮/০২/২০২১ (মার্চ/২০২১)	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা ব্যতীত বিধি বহির্ভূত এমপিওভুক্ত হওয়ায় এমপিও বাতিল করা হয়েছে।
৪	কঞ্চিপাড়া ডিগ্রী কলেজ, ফুলছড়ি, গাইবান্ধা EIIN-121098, এমপিও কোড: ৮৭০১০২৩১০১	১৯/০৪/২০২০	মোঃ জিহাদ হোসেন, প্রভাষক (বাংলা)	০৯/০২/২০১৯	এনটিআরসিএ সুপারিশপ্রাপ্ত	০১/০৫/২০২০	২৮/০২/২০২১ (মার্চ/২০২১)	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা ব্যতীত বিধি বহির্ভূত এমপিওভুক্ত হওয়ায় এমপিও বাতিল করা হয়েছে।

নীলফামারী/গাইবান্ধা জেলার বিভিন্ন উপজেলার ৪টি কলেজের ১০ জন প্রভাষক স্নাতক (পাস) স্তরে নিয়োগকৃত তৃতীয় শিক্ষক। পদটি জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-১৯৯৫, ২০১০, ২০১৮ এবং ২০২১ মোতাবেক প্যাটার্ণ বহির্ভুত পদ। তাদের এমপিওভুক্তির বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের অনুমতি না থাকায় তাদের এমপিও পুনরায় চালু করার সুযোগ নেই মর্মে পর্যালোচনান্তে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

			মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, প্রভাষক (ইংরেজি)	০৫/০২/২০১৯	গভর্নিং বডি	০১/০৪/২০২০	২৮/০২/২০২১ (মার্চ/২০২১)	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা ব্যতীত বিধি বহির্ভূত এমপিওভুক্ত হওয়ায় এমপিও বাতিল করা হয়েছে।
			মোঃ সাইফুল ইসলাম, প্রভাষক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	২০/০৬/২০০৪	গভর্নিং বডি	০১/০৪/২০২০	২৮/০২/২০২১ (মার্চ/২০২১)	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা ব্যতীত বিধি বহির্ভূত এমপিওভুক্ত হওয়ায় এমপিও বাতিল করা হয়েছে।
			মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান মন্ডল, প্রভাষক (ইস.ইতহাস ও সংস্কৃতি)	০৫/০২/২০১৯	এনটিআরসিএ সুপারিশপ্রাপ্ত	০১/০৪/২০২০	২৮/০২/২০২১ (মার্চ/২০২১)	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা ব্যতীত বিধি বহির্ভূত এমপিওভুক্ত হওয়ায় এমপিও বাতিল করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর নিম্নোক্ত মতামত ব্যক্ত করে:

"স্নাতক (পাস) স্তরে নিয়োগকৃত 'তৃতীয় শিক্ষক' পদটি জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-১৯৯৫, ২০১০, ২০১৮ এবং ২০২১ মোতাবেক প্যাটার্ণ বহির্ভুত পদ। এ ধরণের প্যাটার্ণ বহিভুত পদে নিয়োগকৃতদের এমপিওভুক্তির জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিশেষ নির্দেশনা অনস্বীকার্য। উক্ত **১০ জন শিক্ষক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা ব্যতীত জনবল কাঠামো ও এমপিওভুক্ত নীতিমালা অমান্য করে এমপিওভুক্ত হয়েছিলেন। পরবর্তীতের আঞ্চলিক কার্যালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, রংপুর অঞ্চল-এর সুপারিশ ও তথ্য মোতাবেক উক্ত ১০ (দশ) জন শিক্ষকের এমপিও বাতিল করা হয়েছে, যা পুনরায় চালু করার সুযোগ নেই"** ।

পর্যালোচনা: আবেদনকারীর বক্তব্য/শুনানী গ্রহণ করা হয়। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়।

০৬. বিষয়: পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজের কলেজ শাখার শিক্ষক জনাব এম.এম.ইকবাল হোসেন, প্রভাষক (পদার্থ বিজ্ঞান) এর MPO INDEX No. সংশোধন প্রসঙ্গে।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজের কলেজটি ০১/০৭/২০০৪ ইং তারিখে প্রথম একাডেমিক স্বীকৃতি লাভ করে এবং ২০০৩ সাল থেকে শিক্ষার্থীরা এইচ এস সি পরীক্ষায় অংশগ্রহন করে অদ্যাবধি ভাল ফলাফল করে আসছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১৯/০৪/২০২০ ইং তারিখের ৩৭.০০.০০০০.৭৪.০০২.০০২.২০১৯ (অংশ-৪) ৮২ নং স্মারক অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটির কলেজ শাখা এমপিও ভুক্ত হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ৩০/০৪/২০২০ ইং তারিখের স্মারক নং-৩৭.০২.০০০০.১০২.৯৯.০০১.২০.১৪ পত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী। এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এস, এম ইকবাল হোসেন, প্রভাষক (পদার্থ বিজ্ঞান) এর এমপিও ভুক্তির নিমিত্তে কাগজপত্র অনলাইনে প্রেরণ করা হয়। তিনি নভেম্বর ২০২০ মাসে এমপিওভুক্ত হন এবং তাকে নতুন MPO INDEX No N 56802887 প্রদান করা হয়। তিনি বিধি মোতাবেক এমপিও অভিজ্ঞতাসহ ১২/০৮/২০০৭ তারিখে "পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ" বগুড়ায় প্রভাষক (পদার্থ বিজ্ঞান) পদে যোগদান করেন। এ প্রতিষ্ঠানে যোগদানের পূর্বে তিনি "আফজাল হোসেন মেমোরিয়াল ডিগ্রী কলেজ, চালিতাডাঙ্গা, কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ এর প্রভাষক (পদার্থ বিজ্ঞান) পদে ১৬/০৪/২০০২ তারিখে যোগদান করেছিলেন এবং ০১/০৫/২০০২ ইং তারিখে উক্ত প্রতিষ্ঠানে এমপিওভুক্ত হয়েছিলেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানে তার MPO INDEX No.LEC835535 এবং বেতন কোড -০৯ ছিল। উক্ত প্রতিষ্ঠান হতে তিনি বিধি মোতাবেক ছাড়পত্র গ্রহন করে ইনডেক্সধারী শিক্ষক হিসেবে এমপিওভুক্ত চাকরির পূর্বে অভিজ্ঞতাসহ ১২/০৮/২০০৭ ইং তারিখে এ প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। কিন্তু এ প্রতিষ্ঠানে এমপিও ভুক্তির সময় তাকে পূর্বে MPO INDEX LEC 835535 না দিয়ে নতুন INDEX No N6802887 দেওয়া হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানে যোগদান তারিখ থেকে সরকরি বিধি মোতাবেক তাকে বেতন ভাতা প্রাদন করা হয় বিধায় এ প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির পূর্ব পর্যন্ত কোন বকেয়া প্রপ্য হবে না। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের MPO INDEX No সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

পর্যালোচনান্তে পরবর্তী সভায় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট এর প্রতিনিধির উপস্থিতিতে তাঁদের মতামত গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হয়।

সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের তথ্য

নাম, পদবী	পূর্ব প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ	পূর্ব প্রতিষ্ঠানের এমপিও ইনডেক্স নং, এমপিওভুক্তির তারিখ, বেতন গ্রেড	পূর্ব প্রতিষ্ঠান হতে ছাড়পত্র গ্রহনের তারিখ	বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ	বর্তমান প্রতিষ্ঠানে এমপিও ইনডেক্স নং বেতন গ্রেড
এম. এম. ইকবাল হোসেন, প্রভাষক (পদার্থ বিজ্ঞান)	১৬/০৪/২০০২	LEC 835535 ০১/০৫/২০০২, ০৯	১১/০৮/২০০৭	১২/০৮/২০০৭	N 56802887 ০৯

এস. এম. ইকবাল হোসেন, প্রভাষক (পদার্থ বিজ্ঞান) এর mpo index no. সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অঞ্চল রাজশাহী এর মতামত: জনাব এস এম ইকবাল হোসেন পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠান হতে বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের প্রায় তের বছর পর এমপিওভুক্ত হয়েছেন। তার পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠান হতে অবমুক্তি এবং বর্তমান পতিষ্ঠানে এমপিও ভুক্তির সময়কাল দুই বছরের অধিক হওয়ায় জনবল কাঠামো ২০১৮ এর ১২ ধারা অনুসারে ইনডেক্স নম্বরটি আর বহাল নেই। বিধায় জনাব এস. এম ইকবাল হোসেন ইনডেক্স নম্বরটি সংশোধনের সুযোগ নেই।

পর্যালোচনা: আবেদনকারীর বক্তব্য/শুনানী গ্রহণ করা হয়। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়।

০৭. মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ ও মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট এর আপিল বিভাগের এর রায় মোতাবেক সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথগঞ্জ উপজেলাধীন রাণীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মো:আব্দুস সামাদ (ইনডেক্স-২৬২১২৮) এর স্থগিত এমপিও ছাড়করণ প্রসঙ্গে।

জনাব মো: আব্দুস সামাদ (ইনডেক্স-২৬২১২৮), প্রধান শিক্ষক, রানীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়, জগন্নাথগঞ্জ, সুনামগঞ্জ এর বেতন-ভাতাদি স্থগিত করা হলে আদেশের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোট বিভাগে রিট পিটিশন নং ৬৬৫০/২০২১ দায়ের করেন। মহামান্য হাইকোর্ট এর রিট পিটিশন নং-৬৬৫০/২০২১, তারিখ ২৪/০৮/২০২২ এর রায় পিটিশনারের পক্ষে হলে উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের আপিল সিপি নং- ৩৩২১/২০২২ দায়ের করা হয়। মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ গত ০৮/১২/২০২২ তারিখের আদেশে মহামান্য হাইকোর্ট এর ২৪/০৮/২০২২ তারিখের আদেশে বহাল রাখার ফলে জনাব মো: সামাদ, প্রধান শিক্ষক, রাণীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় তাঁর স্থগিত এমপিও ছাড়করণের আবেদন করেন।

মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং-৬৬৫০/২০২১ এর রায় নিম্নরূপ: Pending hearing of the Rule, the respondents are directed to provide MPO facilities to the petititoner in accordance with the Office Order dated 06.08.2017 passed by the respondent No.1 (Annexure-L) for a period of 06 (Six) months from date.

মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং-৬৬৫০/২০২১ এর গত ২৪/০৮/২০২২ তারিখের সম্পর্কে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা মতামত প্রদান করেছেন। আইন উপদেষ্টার মতামতের সারাংশ "The Headmaster of above school filed the above mentioned writ petition in High Court Division challenging the inaction by the respondents not to dispose of the review application submitted by the petitioner and suspending the petitioner's MPO and for a direction to provide the MPO facilities. The High Court Division vide its order dated 24.08.2022 directed the respondents to provide MPO facilities to the petitioner. The respondents of the writ petition filed Civil Petition for Leave to Appeal No 3321 of 2022 before the Appellate Division and the Hon'ble Chamber judge passed no order against the ad- interim order dated 24.08.2022 passed by the High Court Division. In such view of the matter, our opinion is that the Directorate should comply with the ad-interim order dated 24.08.2022 of the High Court Division and release MPO of the petitioner"

সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথগঞ্জ উপজেলাধীন রাণীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মো: আব্দুস সামাদ (ইনডেক্স-২৬২১২৮) এর স্থগিত এমপিও ছাড়করণের বিষয়ে আদালতের রায় অনুযায়ী মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন মর্মে পর্যালোচনান্তে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং-৬৬৫০/২০২২ এর গত ২৪/০৮/২০২২ ও মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সিপি নং- ৩৩২১/২০২২ এর ০৪/১২/২০২২ তারিখের আদেশ এবং মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা আইন শাখার বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার মতামত অনুযায়ী জনাব মো: আব্দুস সামাদ, প্রধান শিক্ষক (ইনডেক্স নম্বর-২৬২১২৮), রাণীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়, জগন্নাথগঞ্জ, সুনামগঞ্জ এর স্থগিত এমপিও ছাড়করণের জন্য কাগজ পত্রাদি প্রেরণ করা হয়েছে। **পর্যালোচনা: আবেদনকারীর বক্তব্য/শুনানী গ্রহণ করা হয়। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়।**	

২.০ এমতবস্থায়, জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২১ এর ২০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত এমপিও পুনর্বিবেচনা সংক্রান্ত আপিল কমিটি এর ০৯.০৫.২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত বর্ণিত ০৭ (সাত)টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

০৮|০৬|২০২৩

(মো: মিজানুর রহমান)
উপসচিব
ফোন: ৫৫১০০৫১৭
ই-মেইল: nongovt.secondary.Sec3@shed.gov.bd

মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
শিক্ষা ভবন, ঢাকা।

সদয় অবগতি/কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. জেলা প্রশাসক, ভোলা/নেত্রকোনা/চট্টগ্রাম/পটুয়াখালী/নীলফামারী/গাইবান্ধা/বগুড়া/সুনামগঞ্জ।
৫. পরিচালক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৬. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৭. পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (সকল অঞ্চল)।
৮. উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (সকল অঞ্চল)।
৯. জেলা শিক্ষা অফিসার,------------------------- (সকল)।
১০. উপজেলা নির্বাহী অফিসার,-------------------- (সকল)।
১১. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার,------------------(সকল)।
১২. অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ/প্রভাষক/প্রধান শিক্ষক/সহকারী প্রধান শিক্ষক/সহকারী শিক্ষক (শরীরচর্চা)/ল্যাব সহকারী ....।
১৩. অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক-২) মহোদয়ের ব্যাক্তিগত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৪. জনাব, ...।
১৫. অফিস কপি।